টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

শিক্ষান্তে বেকার না থাকিয়া টাইপ ও শর্টহ্যাণ্ড শেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।
(এখানে টাইপ করা হয়)

রামকৃষ্ণ টাইপ ট্রেনিং ইন্‌ষ্টিটিউট
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
(পণ্ডিত প্রেসের সন্নিকটে)

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৫ই আশ্বিন বুধবার, ১৩৭৮ ইং 22nd Sept. 1971 | ১৮শ সংখ্যা

ফরাক্কা ব্যারেজে দাঙ্গা একজনের মৃত্যু

গত ২০শে সেপ্টেম্বর রাত্রি নয়টায় ফরাক্কা ব্যারেজের ওয়ার্কস সপ ও ইকুইপমেণ্ট ডিভিসনের বিশ্বকর্মার নিরঞ্জন মিছিলের উপর ব্যারেজ কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্য ও সমর্থকরা ইট, লাঠি, বোমা ও বন্দুক নিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করে। শোভাযাত্রাকারীদের অনেকেই আহত হন। প্রদীপ দত্ত ঘাড়ে গুলি বিদ্ধ হয়ে ব্যারেজ হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্ত্তি হয়েছেন। আক্রমণকারীদের মধ্যে একজন নিজেদের বোমা বিস্ফোরণে গুরুতররূপে আহত হন। পরে বহরমপুর সদর হাসপাতালে মারা গেছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রাজনৈতিক মত বিরোধের ফলে এই দুই দলের মধ্যে বহু পূর্ব হতে আক্রোশ পুঞ্জীভূত ছিল। এই ঘটনা তারই ফলশ্রুতি। এ ব্যাপারে পুলিশ ষোলজনকে গ্রেপ্তার করে।

মর্ম্মন্তুদ

শিশু কন্যার কান্নায় গভীর রাত্রে তিনদিনের অভুক্তা নির্ম্মলা মেহানার ঘুম ভেঙে গেল। দেখ্‌ল, মেয়েটা খিদের জ্বালায় কাঁদছে। মেয়েটাকে কাছে ডাক্‌ল নির্ম্মলা, ভোলাতে চেষ্টা করল। অনাহারক্লিষ্টা নির্ম্মলার চোখের জলও শুকিয়ে গেছে, মাতৃস্তন্য তো দূরের কথা। হঠাৎ নির্ম্মলা প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে দেখ্‌ল—ঝকঝকে হাঁসুয়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পরল ছোট মেয়েটার উপর ওরই স্বামী সুরেন মেহানা। পাগলের মত চিৎকার করে বলে উঠল সুরেন 'খা কত খাবি'। গড়িয়ে পড়ল কচি মেয়েটা রক্তাক্ত কলেবরে। এবার সুরেনের হাঁসুয়া মৃত্যুর ছোবল হানল অপর কন্যার উপর। তারপর আক্রমণ করল নির্ম্মলাকে। কিন্তু নির্ম্মলা কোন রকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

ঘটনাটি ঘটেছে ফরাক্কা থানার যজ্ঞেশ্বরপুর গ্রামে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর গভীর রাত্রিতে।

আসামী সুরেন মেহানা স্বীকার করেছে যে, স্ত্রী ও সন্তানদের দুর্দ্দশার অবসান ঘটাতে সে ওদের খুন করে নিজে মরতে চেয়েছিল।

চোরাই মিল্ক পাউডার

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর দুপুরে ফরাক্কা থানার হাজারপুরে কিছু লোককে মিল্ক পাউডার পাচার করার সময় স্থানীয় হোম গার্ডরা আটক করলে আসামীরা ওদেরকে মারধোর করে জোর করে মিল্ক পাউডার নিয়ে পালিয়ে যায়।

শোনা যাচ্ছে এই রকম চোরাই মিল্ক পাউডার স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ মজুত করে পূজা মরশুমে মোটা দামে মুনাফা লুঠছে। সাধু সাবধান!

গিফট — গিফট — গিফট

গিফটের ছড়াছড়ি

'হরলিক্‌স' এ — মগ
'রিকরি' কফিতে — প্লাষ্টিকের জার
'হিমা' শুটিতে — বাস্কেট
'এ্যাসট্রা' তে — ৮ টাকা দামের বালতি
'সোয়ে' তে — ৮ টাকা দামের বালতি

আরও বিভিন্ন জিনিসে নানা গিফট
তাড়াতাড়ি আসুন—
সীমিত ষ্টক

খেলা ঘর, রঘুনাথগঞ্জ

গিফট — গিফট — গিফট

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই আশ্বিন বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ 'উনিশ শো একাত্তর'-এর তারাশঙ্কর ॥

বাংলা সাহিত্যের আকাশ কখনও শরৎচন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত, কখনও ভাস্বর রবির প্রদীপ্ত কিরণে সমুজ্জ্বল, কখনও সে আকাশে তারকার দ্যুতি। সে চন্দ্র আজ নাই; রবিও তাঁহার 'শেষ রাগিনীর বীণ' বাজাইয়া অস্তমিত। দূরের নক্ষত্রকে আমরা নিজের কাছে পাইয়াছিলাম এতদিন। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর সে নক্ষত্রপতন ঘটিয়া গেল। এই নক্ষত্রই তারাশঙ্কর—গ্রামবাংলার একটি প্রাণস্পন্দন।

তারাশঙ্করের সাহিত্যসাধনার শুরু পরিণত বয়সে। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক। পরাধীনতার গ্লানি তাঁহার অন্তরে আনিয়াছিল বিদ্রোহের ভাব; সেইজন্যই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অপরাপর সৈনিকের মত তাঁহাকেও অশেষ কষ্ট বরণ করিতে হইয়াছিল। তারাশঙ্করের প্রথম সাহিত্যকৃতি হিসাবে ছোটগল্পের সমষ্টি—'জলসাঘর,' 'রসকলি' ও 'হারানো সুর'। এখানে তিনি সুদূরের নক্ষত্র, যাহার মিটি মিটি আলো আমরা পাইয়াছি। তাই তাঁহার ছোটগল্পের আঙ্গিকে সমালোচনার যথেষ্ট অবকাশ থাকিলেও তখন হইতেই তাঁহার মধ্যে ভবিষ্যৎ ভাস্বর জ্যোতিষ্কের পরিচয় মিলিয়াছিল। প্রথম দিককার রচনাগুলিতে তিনি জীবনের রসোচ্ছলতায় এবং ভাবে ও প্রকাশে এক স্মরণীয় আন্তরিকতা দেখাইয়াছেন।

পরবর্তীকালে উপন্যাসের তারাশঙ্কর পূর্ণ ও উজ্জ্বল। তাঁহার রচনার ক্ষেত্র গ্রামবাংলার বিস্তৃত রাঢ় অঞ্চল—যেখানে রুক্ষ, কঠিন, রাঙামাটি, শুষ্ক নদীগুলি ও তাহার পাথুরে লাল বালি তাঁহাকে বার বার হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছে, শহর জীবনের বর্ণাঢ্য ও উগ্র আধুনিকতার পরিবেশকে ভুলাইয়া দিয়াছে—যেখানে রোগ-মহামারী, অনাবৃষ্টি অথবা আর কোনও আকস্মিক বিপর্যয়ে পল্লীজীবনের অপরিসীম দুর্গতি—মহামারীতে ত্রস্ত, অসহায় গ্রামের মানুষ, চিরাগত ধর্মীয় সংস্কারের কাছে তাহাদের নির্বিচার আত্মসমর্পণ—অতিপ্রাকৃত বাস্তবাতিরেক বিভীষিকার ছায়ামূর্ত্তি—ফুটিফাটা শস্যক্ষেত্রের সোঁ সোঁ ধ্বনি এবং ধরিত্রীর উষ্ণ প্রাণবায়ুর ঊর্দ্ধগতি—ময়ূরাক্ষীর কূলপ্লাবী বন্যার তাণ্ডব। আর সেই রাঢ়বঙ্গের গ্রামীণ মানুষ, সমাজে নিতান্ত অবহেলিত ও উপেক্ষিত সম্প্রদায়—বেদে, কাহার, ডোমদের বুকের আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, প্রীতি-ঈর্ষা, ধর্মের অন্ধ সংস্কার, অসংযম, নবীন চেতনা তাঁহার লেখনীর স্পর্শে অমর হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্য দিয়াই তারাশঙ্কর নূতন যুগের সূচনা দেখিয়াছেন।

বস্তুতঃ ভারতে গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষের পূর্বেই তারাশঙ্কর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন **গণদেবতাকে**। গ্রামের অনভিজাত সম্প্রদায়ের সমাজকে দিলেন এক অপূর্ব মহিমা। একটা যুগসন্ধিকালে সাহিত্যাকাশে তাঁহার উদয়। অবক্ষয়িত সামন্ততান্ত্রিকতার পরিবেশে তিনি আধুনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনা করিয়াছেন বিভিন্ন রচনায়; গাহিলেন জনতার গান—যে গানের অজস্র নায়ক, সমাজের উচ্চ-নীচ সর্বস্তরের মানুষ, বিশেষ করিয়া সাহিত্যের জলসাঘরে যাহাদের আমন্ত্রণ থাকে নি—সেই অগ্রদানী, শশীডোম, তারিণী মাঝি, সারী, ছিরু, ইরসাদ, সুচাঁদ, বনোয়ারী, পাখী, করালী, নসুবালা যাহাদের অনেকেরই মনের তন্ত্রীতে আধুনিক কালের বিপ্লবচিন্তা এবং নূতন আদর্শবোধ ও একটা জীবননীতি অনুরণিত হইয়াছে। নূতন জীবনবোধে প্রদীপ্ত নিম্নবর্ণের মানুষকে তিনি শিখাইয়াছেন আত্মপ্রতিষ্ঠা, সন্ধান দিয়াছেন সেই পথের যে পথে আছে তাহাদের বৈষয়িক উন্নতি। ইহা যেন 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'—অনুন্নতির মসীকৃষ্ণ অন্ধকার হইতে আলোকের পথে উত্তরণ—'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী'।

তারাশঙ্কর তাই 'গ্রাম্যজীবনের চারণ কবি'। তিনি যতটা শিল্পী, তদপেক্ষা অধিক জীবনরসের রসিক। তাই তিনি রাঢ়-পল্লীর একান্ত আত্মীয়, তাহার সার্থক রূপকার। তিনি এক জগতের স্রষ্টা যাহা কোন 'ইজমের' জগৎ নয়, মানবতাবাদ ও ধর্মবিশ্বাসবুদ্ধির মিলিত ধারায় এক পৃথক ভাবের জগৎ, যেখানে তিনি পৃথক এক তারাশঙ্কর। তাই তিনি কালোত্তীর্ণ।

জীবনের গোধুলি লগ্নে তারাশঙ্কর চিত্রাঙ্কনে হাত দিয়াছিলেন। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় লেখা-চিত্র আঁকিয়াও তাঁহার মধ্যে কিসের একটা অতৃপ্তি ছিল। সেই শূন্যতাকে ভরাইয়া তুলিতে কলম ছাড়িয়া তুলি ধরিলেন রেখাচিত্রে সাধ মিটাইতে। তাঁহার অশান্ত হৃদয়; সেইজন্য লেখনীও অশ্রান্ত। তারাশঙ্করের সর্বশেষ উপন্যাস 'সুতপার তপস্যা' ও 'একটি কালো মেয়ে' একত্রে 'উনিশ শো একাত্তর' নামে প্রকাশিত হইবার অপেক্ষায় রহিল। স্রষ্টা চলিয়া গেলেন।

আর এস পি-র উদ্যোগে তাঁত শিল্পীদের মিছিল

গত ১১ই সেপ্টেম্বর জঙ্গিপুর শাখা আর এস পির পরিচালনায় জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির বরজ এলাকার প্রায় পাঁচশত বস্ত্রার্ত্ত তাঁত শিল্পীর এক মিছিল শহর পরিক্রমা করে জঙ্গিপুর মহকুমা-শাসকের অফিসে উপস্থিত হয়। তাদের দাবী—বন্যায় তাদের ঘর-বাড়ী, তাঁত শিল্পের সরঞ্জামের বিশেষ ক্ষতি হয়েছে। এর ফলে তাদের প্রায় পরিবারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কয়েকদিনের বেকারত্বের ফলে জীবনধারণের জন্য ঘটি-বাটি বিক্রি অথবা বন্ধক দিতে হয়েছে। এদের অনেকে এখনও জি, আর পর্যন্ত পাই নি। সরকারী ঔদাসীন্য এদের জীবনে হতাশা এনেছে। তাঁত শিল্পীদের পক্ষ থেকে অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারের জি, আর, গৃহনির্ম্মাণ লোন, কারিগরী লোন দেবার জন্য প্রবীণ আর এস পি নেতা রামকুমার সেন ও তরুণ কর্ম্মী সান্টু দাস ও পশুপতি চক্রবর্ত্তী মহকুমা-শাসকের নিকট দাবী জানান। মহকুমা-শাসক সহানুভূতির সঙ্গে তাঁদের বক্তব্য শোনেন ও সাধ্যমত সরকারী সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেন।

দৈত্যকুলবিনাশিনী শ্রীশ্রীদুর্গা

—অবনীকুমার রায়

একদিন ক্ষমতার দর্পে দর্পিত দৈত্যকুল হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সত্যাশ্রয়ী দেবগণের নিধনের জন্য মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। একশত বৎসর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তাহারা পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

যে মহামায়া জগন্মাতার কৃপায় অসুরকুল ধ্বংস হইয়াছিল, যিনি তাঁর অমিত তেজে মধুকৈটভ ও মহিষাসুরকে নিধন করিয়া দেবকুলকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহারই ধ্যান করিয়া বলিব,—'মধুকৈটভবিধ্বংসি বিধাতৃ বরদে নমঃ'; বলিব—'মহিষাসুর নির্ণাশি ভক্তানাং সুখদে নমঃ'। বর্তমান কালের মধুকৈটভ, মহিষাসুর প্রভৃতি অসুরকুলকে ধ্বংস করিয়া ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য, হে দেবি, তুমি আবার ধরায় অবতীর্ণা হও; জগতের দুঃখ দূর কর।

দেবতাদের শরীরসঞ্জাত অনুপম তেজোরাশি একত্রিত হইয়া দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি অনন্ত তেজের অধিকারিণী। তাঁহার অমিত তেজে দৈত্যকুল ধ্বংস হইবে। বর্তমানের অন্ধকার ভেদ করিয়া জ্যোতির্ময়ী আলোকশিখা আবার পূর্বাকাশে আবির্ভূতা হইবে। 'দিন আগত ঐ'। ধৈর্যধারণ করিয়া আমাদিগকে সেই শুভদিনের অপেক্ষায় থাকিতে হইবে।

সেদিন দেবগণ কর্তৃক প্রদত্ত বিবিধ আয়ুধ ও রত্নরাজিতে বিভূষিতা দেবীকে অগ্রাহ্য করিয়া মহিষাসুর সসৈন্যে তাঁহার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া নিজের যে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিল, আজও সেই অসুরকুল সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সেইরূপ অজ্ঞতার পরিচয় দিতেছে। সেদিন অসুরকুলকে তাহাদের কৃতকর্মের ফলভোগ করিতে হইয়াছিল, আজও অসুরকুলকে সেইরূপ ফলভোগ করিতে হইবে। তাহারা বিদেশীপ্রদত্ত বিবিধ আয়ুধে যতই সুসজ্জিত হউক না কেন ধ্বংস তাহাদের অনিবার্য। সেদিন যেমন 'ত্রিনেত্রা চ ত্রিশূলেন জঘান পরমেশ্বরী,' আজও তেমনই সত্য ন্যায় ও নিষ্ঠারূপ ত্রিশূলের দ্বারা বিশ্বমাতা শত্রু নিধন করিবেন। সত্য ন্যায় ও নিষ্ঠার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এখনও দৈত্যকুল অহঙ্কারে জ্ঞানশূন্য মোহগ্রস্ত, কিন্তু এ অহঙ্কার তাহাদের চূর্ণ হইবে। সেদিন দিশাহারা অসহায়ের মত তাহাদিগকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। তাহাদের এই অত্যাচার শেষ হইবে। দেবীর শান্তিপ্রিয় সন্তানগণ পরম নিশ্চিন্তে তাহাদের শ্রমের ফল আকণ্ঠ ভোগ করিবে; তাহারা জয়লাভ করিবে, যশোলাভ করিবে, শত্রু ধ্বংস করিবে।

আজ অসুরের ক্রোধানলে যদিও পৃথিবী নিপীড়িতা হইয়া বিশীর্ণা হইয়াছে 'বেগভ্রমণবিক্ষুব্ধা মহী তস্য ব্যশীর্যত,' তবুও অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যখন দেবীর খড়্গাঘাতে ছিন্নমস্তক হইয়া সেই মহাশক্তিমান অসুরও ধরাশায়ী হইবে। 'তয়া মহাহসিনা দেব্যা শিরশ্ছিত্ত্বা নিপতিতঃ।' তাহাকে তাহার কর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। ইহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

যেদিন দেবী, জগৎ যাঁহার অংশ স্বরূপা—'জগদাংশ ভূতম্' দশপ্রহরণ ধারণ করিয়া ক্রোধান্বিতা হইয়া অসুরকুল বিনাশ করিবেন, সেদিন শ্মশানবৎ এই মর্তভূমি ধনে ধান্যে ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণা হইয়া উঠিবে। সেদিন আমরা জাতিধর্ম নির্বিশেষে এক-সঙ্গে মায়ের স্তব করিব।

—নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত—
মাস্মাকমুন্মদসুরারিভবং নমস্তে।

এবং প্রার্থনা করিব,—যখনই ধরিত্রী অসুরগণ দ্বারা উৎপীড়িতা হইবে, তখনই আমরা আপনাকে স্মরণ করিব। আপনি আবির্ভূতা হইয়া আমাদের ঘোর বিপদসমূহ নাশ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবেন; আমাদিগকে জ্ঞান ও শক্তি দান করিবেন।

আজ যে শুম্ভ নিশুম্ভ অসুরদ্বয় আমাদের মাতৃ-ভূমিকে বলদর্পে পদদলিত করিয়া আমাদের সুখের নীড়ে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে, আমাদের মাতা ও ভগিনীগণের মর্যাদা নষ্ট করিয়াছে, আমাদের ভ্রাতার রক্তে পবিত্রভূমি কলুষিত করিয়াছে, তাহাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য। এই বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমরা অমিতবীর্যে যুদ্ধ করিব, শত্রু ধ্বংস করিব। মার কৃপায় নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইব। মাকে স্মরণ করিয়া অস্ত্রধারণ করিলে মা আমাদের সকল বিপদ তৎক্ষণাৎ নাশ করিবেন। কারণ দেবী আমাদের বর দিয়াছেন 'তয়াস্মাকং বরো দত্তো'; তিনি বলিয়াছেন,—'ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ।'

অতএব আমরা আমাদের হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি দিয়া সেই মহাশক্তিস্বরূপিনী মহাদেবীকে প্রণাম করি—

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥

হায় মা!

—শ্রীস্নিগ্ধা ব্যানার্জী

মা, তুমি আসিতেছ। শরতের নির্মেঘ আকাশে, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ধরায় তুমি আসিতেছ। তুমি আসিতেছ তোমার ভাগ্যবান দুলালদের পূজামণ্ডপে, নিওন আলোয় উদ্ভাসিত, ঢাকের বাজনার সরগরমে। সেখানে আমাদের প্রবেশের অধিকার নাই; ঝলমলে পোষাকে তোমার দুলালরা আনন্দে মত্ত। সেখানে ছিন্নবস্ত্র পরিহিত উন্মুক্তগাত্র আমরা বেমানান। তাই তো আমরা সেখানে অবাঞ্ছিত। তবু আমাদের ডাক পড়ে তোমার পূজামণ্ডপে, কিন্তু উৎসবে যোগদানের জন্যে নয়, ডাক পড়ে প্রাঙ্গণ ঘেরার কাজে, ডাক পড়ে মৃত্তিগড়ার, মাটি মাখার কাজে, ডাক পড়ে বিসর্জ্জনে তোমাকে বহন করার কাজে। শুধু উৎসবের কদিন আমরা অবাঞ্ছিত। আমরা তোমার প্রসাদ হইতে বঞ্চিত। মণ্ডামিঠাই আমাদের জন্য নয়। শুধু একদিন তাদের আত্মপ্রসাদ লাভের কারণে আমাদের আমন্ত্রণ হয় নরনারায়ণ সেবার নামে। ৩৬৪ দিন অভুক্ত, অর্দ্ধভুক্ত আমাদের একদিন ভোজন করাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে তোমার ভাগ্যবান দুলালরা।

তুমি তো মৃন্ময়ী। তোমার দৃষ্টি আছে কিনা জানি না। মনে হয়, নাই। নহিলে তুমি আসিতে না। তোমার আসা সম্ভব ছিল না। আসার পথে যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে, দেখিতে তোমার এই

দীনসন্তানদের দীনতম গৃহগুলি নাই। বন্যার তাণ্ডবে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। ভাসিয়া গিয়াছে যৎসামান্য সম্বল। আমরাও ভাসিয়া বেড়াইতেছি। ক্রন্দন করিতেছি। আশ্রয় দাও, খাদ্য দাও। পাইয়াছি কি? পাই নাই। এখানে ওখানে পথের ধারে সপরিবারে অসহায়ভাবে ছিলাম। খাদ্য নাই, বস্ত্র নাই, আশ্রয় নাই। নাই আচ্ছাদন। কিন্তু তাই বলিয়া তোমার উৎসব বন্ধ হয় নাই। আলোর ঝলমলানি কমে নাই। সানাই-এ দুঃখের সুর বাজে নাই। আমাদের চোখের জল উপেক্ষা করিয়াই তোমাকে আবাহন করিয়াছে তোমার ভাগ্যবান দুলালরা। তুমিও আসিয়াছ। হাসিতেছ। আমরা যে একপাশে বসিয়া কাঁদিতেছি তাহা তোমার দৃষ্টি ভারাক্রান্ত করে নাই। আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিবার প্রয়োজনও তুমি বোধ কর নাই। হায় মা!

শাড়ী-বোরকা-মশুক চিন্তা

—পথচারী

বন্যায় দেশ ডুবিয়া গেল। বর্ষণেরও বিরাম নাই। এদিকে দ্রুতগতিতে পূজা আগাইয়া আসিতেছে। জিনিসপত্র ক্রমশই দুর্মূল্য হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু দেশের পূর্ব্বদিক হইতে সংসারী ব্যক্তিদের দুর্গতির মেঘ কালোমুখ ব্যাদান করিয়া ধাইয়া আসিতেছে। আপনারা হয়ত ভাবিতেছেন পূর্ব্বদিক হইতে সংসারীদের পক্ষে বিপদ কি আসিতে পারে। আর যদি আসেই, তবে তাহা শুধু সংসারীদের জন্যই কেন? আপনারা হয়ত বুঝিতে পারিতেছেন না। দুশ্চিন্তা শাড়ী লইয়া এবং খানদানী মুসলমানের বোরকা লইয়া।

বাংলাদেশে শাড়ী এবং বোরকার চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে শাড়ী বোরকার মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। বৎসরান্তে পূজার বাজারে গৃহিণীকে শাড়ী দিয়া সুখী করিতে না পারিলে সারা বৎসর তাঁহার বিষণ্ণ মুখ বুকে শেলের মত বিঁধিতে থাকিবে। কাহারও কাহারও ভাগ্যে সম্মার্জনীও মিলিতে পারে।

আপনারা ভাবিতেছেন আমি পাগল। যুদ্ধের মারে যে দেশে নাভিশ্বাস উঠিতেছে, যে দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রাণ লইয়া পলাইতেছে সে দেশে শাড়ীর চাহিদা? কিন্তু হয়। আমি আপনাদের অতিবাস্তব সত্যের কথাই বলিতেছি। ঠ্যালায় পড়িলে সাপেও ছুঁচো গেলে, বাঘে ঘাস ও মানুষে খাপি খায়। ঠ্যালার নাম বাবাজী। ঠ্যালায় দুষমনও দোস্ত হয় যেমন আমেরিকা চীনের পিং পং। কিন্তু আপ্তবাক্য থাকুক; কাজের কথায় আসা যাক।

খবর পাওয়া গিয়াছে যে বাংলাদেশে খান-সেনাদের মধ্যে শাড়ী ও বোরকা পড়ার শখ চড়িয়াছে। অবশ্য আশ্চর্যের কিছুই নাই। দিল্লীর সুলতানা রাজিয়া মহিলা হইয়াও পুরুষবেশ ধারণ করিতেন। যুবকেরা হিপ্পি ষ্টাইলে আজানুলম্বিত কেশ ও কমীজ ধারণ করিতেছেন নবযুবতীগণ টাইট প্যান্ট, গরম প্যান্ট (Hot pant), কদমফুল ছাঁট এবং কেহ কেহ দিগম্বরীত্ব বরণ করিতেছেন। এই ফ্যাশনের বাজারে যদি ছয়ফুট দীর্ঘ ও তদনুরূপ ভারী খান-সেনাগণ শাড়ী ও বোরকার শখ উপভোগ করিতে চাহেন তো তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। যুদ্ধের সময় যদি ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, চাঁদবিবি, জোয়ান অফ আর্ক ইত্যাদি বীরাঙ্গনার অনুসরণে খানসেনারা নারীবেশ ধারণ করিয়া যুদ্ধে অনুপ্রেরণা লাভ করিতে চাহেন তাহাতে নিশ্চয়ই কাহারও কিছু বলিবার নাই।

কিন্তু দুষ্টেরা বলিতেছে যে মুক্তিযোদ্ধার হাতে বেদম প্রহার খাইয়াই নাকি প্রাণ বাঁচাইবার জন্য খানপুঙ্গবেরা শাড়ী ও বোরকা ধারণ করিয়া বীরদর্পে চট্টগ্রামের রাস্তা ধরিতেছেন। মনে হইতেছে, যুদ্ধের ইতিহাসে শাড়ী-বোরকা একটি ঐতিহাসিক স্থান গ্রহণ করিতে চলিয়াছে। এতদিন যুদ্ধ শুনিলেই খাকি ও মুছ (গোঁফ) মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিত। এতদিনে রং বেরংএর শাড়ী ও বোরকা খাকির একঘেয়েমি ঘুচাইয়া খানসেনাদের মনে রঙের জোয়ার আনিয়া দিবে; এদিকে শাড়ীর আক্রমণে 'মুছ' পরাভূত। হায় 'মুছ'; তোমার খানদানী জৌলুশ আজ চলিয়া গেল। 'মুছ' বাঁচাইতে বীর রাজপুতেরা মুণ্ড দিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। নীচব্যক্তি উচ্চবর্ণের সামনে মুছে 'তা' দিতে পারিত না। আর মুছের কতো রকমারী—রাণাপ্রতাপ মুছ, গালপাট্টা মুছ, তলোয়ার মুছ, প্রজাপতি মুছ, হিটলার মুছ। ক্ষৌরকারগণও মুছের এক একটি কাটে বিশেষজ্ঞ (specialist) হইতেন। কিন্তু হায়, মুছের সে স্বর্ণযুগ চলিয়া গেল। শাড়ীর আক্রমণে মুছ আজ পরাভূত।

শাড়ীর সঙ্গে মণ্ডুকেরও মধুর সহাবস্থানের সম্পর্ক স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। ঘনঘোর বর্ষার দিনে পক্ষী কুলায়ে বিশ্রামরত, চাষীদল মাঠে কর্মব্যস্ত ও সর্ব্বত্রচারী কুক্কুরবৃন্দ খড়ের গাদার নীচে সুখনিদ্রামগ্ন তখন কোলা, সোনা ও বিংরী ব্যাঙের দল ভৈরব হরষে কটকট কলতান গাহিয়া চলিয়াছে। সাধারণের পিলে চমকাইয়া উঠিলেও এই কলতান বিরহীদের চিত্ত আকুল করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু ব্যাঙকে আমরা কোনদিনই যুদ্ধক্ষেত্রে কল্পনা করিয়া উঠিতে পারি নাই। রাইফেল-মেশিনগানের মোকাবিলায় ব্যাঙের কলরব? কিন্তু বাংলাদেশের রণক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছে। খবরে প্রকাশ, একদল সুবৃহৎ কোলাব্যাঙ খানসেনাদের বাংকারে প্রবেশ করিয়া মত্ত কলরব শুরু করিয়া দেয় এবং তাহাতে নাকি খানসেনারা শাড়ী-বোরকা পরিধান করিয়া অন্যত্র সড়িয়া পড়ে। ব্যাঙের ডাকে কি তাহাদের মনেও কোয়েটা, লাহোর বান্নু-কোহাটে ছাড়িয়া আসা প্রিয়াদের স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল? হয়ত ইহাই খানেদের দূরে সরিয়া যাইবার কারণ।

কিন্তু দুর্জনেরা বলিতেছে নিছক ব্যাঙের ডাকে নয়, ব্যাঙের ডাককে মুক্তিযোদ্ধার জয়ঘোষ মনে করিয়া খানসেনারা শাড়ী-বোরকা পড়িয়া পলায়ন করে। কিন্তু ইহা অতিশয়োক্তি। খানেরা বড়ই বাহাদুর ব্যক্তি। মন যখন হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিয়া হিন্দুকুশের দেবদারুর স্নিগ্ধ ছায়ায়, চন্দ্রভাগার মধুর কলতানে ও পেশোয়ারের আখরোটের বনে প্রিয়াসন্ধানে ব্যস্ত তখন হঠাৎ কোলাব্যাঙের ডাককে মুক্তিযোদ্ধার জয়ঘোষ মনে করা স্বাভাবিক। বিরহীরা জানেন—প্রিয়াচিন্তার সময় জাম্বোজেটের আওয়াজও বংশীধ্বনি মনে হয়। কিন্তু যে ব্যাঙের ডাক এতদিন বিরহীচিত্তকে আকুল করিয়া আসিয়াছে আজ তাহাই মুক্তিযোদ্ধাদের

বিজয় আনিয়া দিয়াছে। ব্যাণ্ডের এই ঐতিহাসিক ভূমিকা স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে।

কিন্তু ব্যাণ্ড চিন্তা থাকুক ফেরিওয়ালারা যদি একটু উদ্যমী হন তবে পূজার বাজারে খানসেনাদের শাড়ী ও বোরকা বিক্রয় করিয়া বেশ দু পয়সা কামাইতে পারিবেন।

রঘুনাথগঞ্জ সার্ব্বজনীন দুর্গা পূজার

আয় ব্যয়ের হিসাব—১৩৭৭

চাঁদা আদায় বাবদ জমা—১১০০.৫০

খরচ:— প্রতিমা ২৩৪.৭৯, পূজা ৩০৫.৭৯, মণ্ডপ ৬৬.৫৮, নরনারায়ণ সেবা ৭১.৬৭, বাজনা ১০৩.০০, আলোক সজ্জা ১৭৮.০০, আমোদ প্রমোদ ১১.৮০, প্রতিমা নিরঞ্জন ৪৬.০৭, বিবিধ খরচ ৩৪.২৫, লক্ষ্মী পূজার খরচ ৪০.৬৫, মিটিং এর জন্য মাইক ভাড়া ৫.৫০ সর্ব্বমোট ১০৯৮.১০ তহবিল মজুত ২.৪০ পয়সা।

তারাশঙ্কর

—আনন্দগোপাল বিশ্বাস

শঙ্করের মাথা হ'তে তারা খসে যায়,
মণিহারা ফণী আজ বাঙ্গালী যে হায়!
সাহিত্যের স্বর্ণযুগ অবসান আজ,
পূর্ণিমায় অমানিশা, বিনা মেঘে বাজ।
উজ্জ্বল পূর্ণিমারাতি ঢাকে মেঘে যেন,
পুত্রশোক পিতৃবক্ষে নাহি বাজে হেন।
সরস্বতী-বরপুত্র, সাহিত্য সাধক,—
তুচ্ছ অতি 'জ্ঞানপীঠ,' নহে সে যাচক।
সাগরের গভীরতা মাপা সাধ্য নয়।
আকাশেতে কত তারা কেবা ঠিক কয়?
শুধু জানি চাঁদে আজ সবে যেতে পারে
তারার কাছেতে কেহ যেতে আজো নারে।
কেহ বলে শতসূর্য লুকায়ে তারাতে,
দূরে আছে তাই দেখি ছোট এ ধরাতে।
'তারা' আজ 'শঙ্করে'তে মিশে বুঝি যায়,
না আসিবে 'তারা' বুঝি আর এ ধরায়।
অশ্রুরুদ্ধ বঙ্গদেশ, কাঁদে বঙ্গভাষা,
সরস্বতী কাঁদে আজ, নিভে গেল আশা!

[illegible]

॥ চিন্তামণি বাচস্পতি ॥

আহা! আমাদের কি ভাগ্য! বৎসরান্তে মা আসিতেছেন বাঙ্গালীর ঘরে। মহাশক্তি মহামায়া, মা। আমরা কি দিয়া তোমার পূজা করিব, মা?

দশ প্রহরণধারিণী, দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী, মহাশক্তি! সমন্বিত তেজঃসম্ভূতা তুমি। অসুর মহিষ যখন সুরগণকে পরাভূত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিল, তখন নির্যাতিত দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণুর নির্দেশে পরাজিত দেবগণ স্ব স্ব তেজ সংহত করিয়া তোমার আবির্ভাব প্রার্থনা করিলেন। সেই সমবেত তেজঃপুঞ্জসঞ্জাত তুমি, মহাশক্তি, মদগর্বী অসুরকে পরাভব করিয়াছিলে। দেবী-ভাগবতে এই পুণ্য আখ্যান আছে, মা।

কিন্তু বাঙ্গালীর নিকট তুমি ঘরের-মেয়ে। দারিদ্র্যলাঞ্ছিত মুখ্য কুলীনের ঘরে তোমাকে পাত্রস্থ করা হইয়াছে। বৎসরে একবার ছেলেপুলে লইয়া বেড়াইতে আইস তিন দিনের জন্য। মাত্র তিন দিনের সম্মিলন। তাই বোধনেই বাজিতে থাকে বিজয়ার সুর। পলিমাটির দেশ বঙ্গভূমিতে তুমি মা মহামায়া। তোমার মায়াতে মুগ্ধ আমরা মায়াবদ্ধ জীব বঙ্গসন্তান।

কোমল পেলব স্নেহস্নিগ্ধ তোমার ভাবমূর্ত্তিখানি বাঙ্গালী আপন চিত্ততলে রম্য মনোহর করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। তোমার শক্তির উদ্বোধন তাই বাঙ্গালী জীবনে হয় নাই। বাঙ্গালী হৃদয়ে তোমার স্নেহসরল বাৎসল্য রূপের মাতাদুহিতা লীলা প্রকাশমান।

মা, বাঙ্গালী মানসে তোমার মহামায়া মূর্ত্তি চির বন্দনীয়। বাঙ্গালী ওই অসুরদলনী তেজোময়ী মহাশক্তির প্রকাশকে তো পূজা করিতে পারে নাই, মা।

অশুভ অসুর বল আজি বাঙ্গালার স্বাধীন সুরলোকে অপ্রতিরোধ্য। অসুরের সদম্ভ চীৎকার উদ্ধত আস্ফালন, উন্মত্ত অবিচার আজি বাঙ্গালাদেশের শ্যামল সুষমাকে প্রবল আঘাতে কলুষিত করিতেছে। মা, মহামায়া! আমরা তোমার মায়ায় অজ্ঞান; অবিদ্যা আমাদিগকে গ্রাস করিয়াছে, অশক্তি আমাদিগকে পঙ্গু করিয়াছে।

বাঙ্গালী কি এই নির্যাতন হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আপনার তেজ সংহত করিয়া মহাশক্তির আবির্ভাব প্রার্থনা করিবে না? আপনাপন আয়ুধে তেজোময়ীকে সজ্জিত করিয়া অসুর নিধনে তৎপর হইবে না? বাঙ্গালীর মোহনিদ্রা কি ভাঙ্গিবে না!

আমরা কি শক্তির বোধন করিব না? মা, মহাশক্তি! আমরা আজি কি দিয়া, কোন উপচারে তোমার পূজা করিব, মা? আজি বাঙ্গালী তোমায় কি মন্ত্রে আহ্বান করিবে মা?

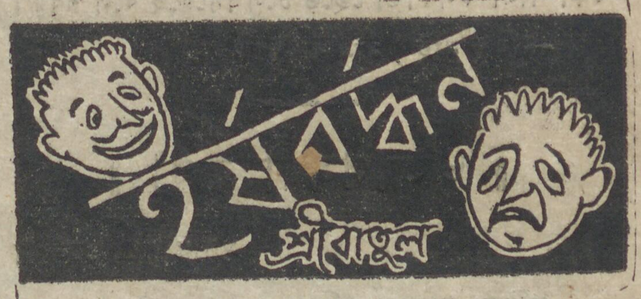

তামিল নাড়ুতে দীর্ঘদিন পর মদ বিক্রি ও মদ খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়া মাত্র সেখানে মদের মচ্ছব শুরু হয়েছে বলে খবর।

মদ-এ দম আর দম-এ মদ। 'দম' অর্থে পয়সা।

* * *

পূজোয় কেনাকাটা চলে কার?
—টাকা নাকে ('কেনাকাটা' উলটালে)
আছে যার!

* * *

'পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচটি রাজ্যে প্রদেশ কংগ্রেস (নব) বাতিল'—সংবাদ।

—খুশ্ হো গয়ে দেশাই-পাতিল

* * *

পশ্চিমবঙ্গ বস্তি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅনিল দে-র মতে জমা জলে বস্তিজীবন অসহ।

'বস্তি' হীন নন বলেই বলতে পেরেছেন!

* * *

'গানে গানে ভরিয়ে দেবে আনন্দের এই দিন
এইচ-এম-ভি নিন'— বিজ্ঞাপন
—বৃষ্টি-বানে সব খুইয়ে এইদিকে মন দিন।

* * *

'উৎসবের প্রাণ ফিলিপ্‌সের তান'—বিজ্ঞাপন
—ডুবুক বাড়ী, পচুক ফসল—কেবল শুনুন গান।

* * *

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে, যদি কেউ মনেপ্রাণে ভারতবাসীকে ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগবে।

—সাম্প্রতিক রুশ-ভারত চুক্তিতে তার প্রমাণ মিলবে।

* * *

গত কয়েক বছরে মোট সাতটি বিমান কোম্পানী কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছে বলে খবর।
—বি (নাই) মান ব্যবস্থা ?

॥ ৺আগমনী কথা ॥

—মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

পঞ্জিকা পড়িতে পড়িতে চোখে পড়িল, এবার দেবীর গজে আগমন। ফল—'গজে চ জলদাদেবী শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা'। মা যাইবেন নৌকায়। ফল—'পৃথ্বী জলপ্লুতা'। ভাবিলাম, পঞ্জিকার গণনা উল্‌টাইয়া গিয়াছে। নৌকায় আগমন হইলেই ঠিক হইত। কারণ দেবীর আগমনের পূর্বেই ত পশ্চিমবঙ্গ জলপ্লুতা হইয়াছে। বন্যায়, বৃষ্টিতে লোকের যে অপরিসীম দুঃখদুর্দশা হইয়াছে, তাহাতেই বঙ্গজননী আজ অশ্রুপ্লুতা। ইহার উপর 'শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা' নিছক ঠাট্টা বলিয়া শুনাইবে। দীর্ঘস্থায়ী বন্যায় ধান-পাট জলের তলায় পচিয়া কম্পোষ্ট সার হইয়া গিয়াছে। প্রতিদিনের বৃষ্টি ধানের চারাকে ঝাড় বাঁধিতে দেয় না। মালদহ মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, নদীয়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলার কোটি লোক বন্যাপীড়িত। ক্ষতির পরিমাণ তিন অঙ্কের কোটিতেও কুলাইবে না। লোকে যৎসামান্য সম্বল নিঃশেষ করিয়াছে। সরবরাহ ব্যবস্থা বানচাল হইয়াছে। পূর্বের গুদামজাত পণ্যের দর লাফাইয়া বাড়িতেছে। চাল, ডাল, গম, তেল, চিনি প্রভৃতি কিনিতে মধ্যবিত্ত মানুষ চোখে সরিষার ফুল দেখিতেছেন। কেরোসিন গ্রামাঞ্চলে তিন টাকা লিটার। মুদ্রাস্ফীতির কল্যাণে প্রতিটি ভোগ্যপণ্যের আজ অগ্নিমূল্য। জামাকাপড়ের দর প্রতিবৎসরই বাড়ে; এবারেও বাড়িয়াছে সুন্দর কৈফিয়ৎ এর আড়ালে। বরাদ্দমত কাপড় পাওয়া যায় নাই। তাই রেডিমেড পোষাকের দাম বাড়িয়াছে। বস্ত্রে অরুচি, মাদ্রাজ ও বোম্বাই মার্কা কাপড়েই রুচি। ইহাদের দর বাড়িয়াছে বড়বাজারের বড়মিঞাদের সহৃদয়তায়।

এক সময়ে স্বর্গলোকে দেবগণের চরম বিপর্যয়ের কথা শুনিয়া বিষ্ণু ও মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভ্রূ-কুঞ্চনে তাঁহাদের মুখমণ্ডল ভীষণ আকার ধারণ করিল এবং 'অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেব-শরীরজম্‌ / একস্থং তদভূন্নারী ব্যপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা'। এই দিব্যা নারীর ঘোর গর্জনে 'চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রশ্চ চকম্পিরে / চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ'। স্বর্গলোকের সেই মহাদুর্দিনে অমঙ্গল, অন্যায় ও আত্মঘাত দম্ভপূর্ণ আসুর শক্তির বিনাশ ঘটাইয়া দেবী প্রলয়ঙ্কর মহাদৈন্য নিবারিত করিলেন এবং বলিলেন—'ব্রিয়তাং ত্রিদশাঃ সর্বে যদস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতম্‌'—হে অমরগণ, আমার কাছে তোমাদের বাঞ্ছনীয় বস্তু প্রার্থনা কর; দেবগণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং দেবীর পক্ষ হইতে তাহা পূরণের প্রতিশ্রুতি মিলিয়াছিল। কিন্তু মর্ত্যমাটির মানুষের দুর্বিপাকে কেহ দেখিবার নাই।

পশ্চিমবঙ্গে ৺শারদীয়া পূজা প্রতি বৎসর যেমন হয়, এবারে তাহার অপেক্ষা একটু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইবে। শহর কলিকাতার দুর্গোৎসব পাড়াভিত্তিক না হইয়া গলিভিত্তিক হইলে আশ্চর্যের কী আছে? পূজোপকরণ সংগ্রহের মহনীয়তার চেয়ে এখন সমস্ত উদ্যম বাহিরের আঙ্গিকের চাকচিক্য সম্পাদনে বেশী ব্যয়িত হয়। সর্বজনীন পূজা কমিটিগুলি প্রতিমা, মণ্ডপসজ্জা, বিচিত্রানুষ্ঠান প্রভৃতির জন্য দরাজ হাতে খরচ করেন। এবারেও করিবেন। এখন ত চাঁদার খাতা বগলে ছুটাছুটির ঘোর মরশুম। পরিস্থিতি বিচারে যত পাড়া, তত রাজনৈতিক মত। চাঁদা দেওয়ার উপায় নাই বলা চলিবে না। বরং যাহা চাওয়া যাইবে, দিতে হইবে। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-উর্দ্ধ-অধঃ পাড়ার দলগুলিকে দিতে হইবে; বেপাড়া আসিলে ফিরাইয়া দেওয়ার ঝুঁকি আসে কারণ দেবী এখন দশ হাতে লাঠি, লোহার ডাণ্ডা, তীর, ধনুক, টাঙ্গি, বোমা, পাইপগান, পেটরোল টিন ও দিয়াশলাই লইয়া ভক্তদের প্রতি বিলাইতে চান। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত ভক্তদের আজকাল যোদ্ধবেশ। পূজার পাল্লায় যুযুধান সন্তানবৃন্দ মায়ের রণরঙ্গিনী রূপকে আরও সার্থক করিতে পারেন। অবশ্য বাবা ভোলানাথের কিছু চেলাচামুণ্ডা আছেন যাঁহারা নেশায় বুঁদ থাকিয়া বিচিত্র নামে আখ্যাত। আর পোষাক-পরিচ্ছদের আধুনিক, রুচির ছাঁটকাটে আমাদের দিন দিন শিবত্ব প্রাপ্তি ঘটিতেছে।

দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাইয়াছি—'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা'—। তাই পথে-ঘাটে-হাটে-বাজারে নির্বিচারে বলি হইয়াছে ও হইতেছে কত বাঙ্গালী যুবক! আসুরিক শক্তির দম্ভ আশি লক্ষ মানুষকে দেশছাড়া করিয়াছে; সেই শক্তির আস্ফালন সাড়ে সাত কোটি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে পদতলে চাপিয়া রাখিয়াছে; আর একই শক্তিমদমত্ততা লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করিয়া পিশাচের হাসি হাসিতেছে এবং নারীর উপর অকথ্য নির্যাতন-উৎপীড়ন চালাইয়া পাশবপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছে। আধুনিক পৃথিবীর উন্নত, সভ্য ও শক্তিমান রাষ্ট্রগুলি নিছক স্বার্থবুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া সে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার আখ্যা দিয়া পাশ কাটাইতে চান। একদা আরণ্যক পশুকুলের কাতর আবেদনও যে দেবীকে বিচলিত করিয়াছিল, আজ কী প্রাকৃত, কী অপ্রাকৃত বিপন্নতার মধ্যে দিশাহারা জনসমাজের আর্তি তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারিল না! বিষাদ-খিন্ন চেহারা লইয়া সন্তানেরা আবার 'শরণাগত-দীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে' বলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন; তাহা কি পৃথিবীর ধুলাতেই হারাইয়া যাইবে? মৃন্ময়ী চিন্ময়ী হইয়া দশভুজ দিয়া কেবল আপন অপারগতাই জানাইবেন? এত পাপ, এত পঙ্কিলতা সত্ত্বেও 'তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌..... সম্ভবামি যুগে যুগে' কিংবা 'ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি। তদ তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্‌' —এর দিন কি আজিও সমাগত হয় নাই?

NOTICE

It is notified for the general information of the public that the R. T. A., Notice issued under this office No. 4570/1(3)—J dated 24. 8. 71 is amended as follows

It is notified for the general information of the public that the R. T. A, Murshidabad at its meeting held on 23. 7. 71 vide resolution No. 8 has decided to grant extension of the route Joypur to Kandi up to Berhampore on a permanent basis against vehicle No. WGQ—8894

Representation/ objection to this effect under section 57 of the M. V. Act, 1939 will be received by the undersigned up to 20. 10. 71

The date, time and place at which the representation, received if any, will be considered by the R. T. A., Murshidabad will be intimated in due course.

Sd/- P. K. Bhattacharyya.
Secretary, R. T. A, Murshidabad.

লালবাগে সন্তরণ প্রতিযোগিতা

গত ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখে রবিবারে মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ মুর্শিদাবাদ বয়েজ ক্লাবের উদ্যোগে জিয়াগঞ্জ থেকে লালবাগ পর্য্যন্ত ৭ মাইল দীর্ঘ একটী সন্তরণ প্রতিযোগিতা গঙ্গাবক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নবম প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন ৫৫ জন সন্তরণবিদ্, জিয়াগঞ্জ সদর ঘাট থেকে বেলা আড়াইটার সময় সন্তরণ সুরু হয়ে যায় এবং লালবাগ বাঁধাঘাটের কাছে এসে এই প্রতিযোগিতার শেষ হয়।

অনুষ্ঠানে প্রথম হন শ্রীশঙ্কর হালদার তিনি মাত্র ৫৬ মিনিটে এই পথ অতিক্রম করেন, দ্বিতীয় হলেন শ্রীশম্ভুপ্রসাদ সাহা, তার লেগেছে ৫৭ মিনিট, তৃতীয় হলেন শ্রীস্বপনকুমার বসাক, তিনি সময় নিয়েছেন ৫৮ মিনিট।

প্রতিযোগিতা শেষে একটি সংক্ষিপ্ত মনোরম অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন জেলা শাসকের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সৌম্যা চট্টোপাধ্যায়। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়দের পুরস্কার ছাড়াও সকলকে একটি করে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। সভা শেষে মুর্শিদাবাদ বয়েজ ক্লাবের পক্ষ থেকে সম্পাদক শ্রীতরুণকান্তি সরকার সকলকে ধন্যবাদ জানান।

[জেলা তথ্য]

মুর্শিদাবাদে ১১ হাত পাট

—অরুণকুমার মজুমদার

মুর্শিদাবাদে পাটচাষ এ বছর হয়েছে ১ লক্ষ ৮৪ হাজার একর জমিতে। তার কতক গেল বন্যায় নষ্ট হয়ে কতক চাষীরা তুলেছে ঘরে। ধানের বিপুল ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে পাটের এই ক্ষতিতে চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। এরই মধ্যে কৃষি বিভাগের সৌজন্যে একটী উৎকৃষ্ট পাটচাষের নমুনা দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলার দৌলতাবাদে একটি পাট ক্ষেতে আমাদের নিয়ে যান, স্থানীয় মুখ্য কৃষিআধিকারিক শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানকার পাটের চেহারা বিরাট। পরে জানলাম জমিটি একটি ডেমোনষ্ট্রেসান সেন্টার এবং এই জমির পরিমাণ হল মোট ৩০ বিঘে। জমিতে সঠিক কৃষি পদ্ধতিতে পাট লাগিয়েছেন স্থানীয় শ্রীসুধীর সরকার এবং সাফল্যও লাভ করেছেন অভূতপূর্বভাবে। পাট ক্ষেত দেখে আমরা রীতিমত অবাক। বিধুভূষণ বাবু বললেন, এ পাটের ছবি তোলা চাই নইলে কেন আমরা কষ্ট করে পাট চাষ করলাম। ছবি তোলা হল; মোটা মোটা দীর্ঘ পাট। পাট প্রথম সারির দিক থেকে কাটা হল। গ্রামের আতা রহমান দৌড়ে এসে পাট মাপতে সুরু করল, দেখা গেল পাটের দৈর্ঘ্য হয়েছে পাক্কা ১১ হাত। ভিতরের পাট আরও উঁচু তার দৈর্ঘ্য নিশ্চয় আরও বেশী হবে। দৌলতাবাদে এই পাট ক্ষেত দেখতে আমাদের সঙ্গে খুব কম লোক হয় নাই সকলেই বন্যা আক্রান্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত। বাজারের মধ্যে বিশাল এক বট গাছের নীচে একটি সভা করে প্রধান কৃষি অধিকর্ত্তা বললেন, কি করে বন্যার জল নেমে গেলে নূতন চাষ করতে হবে। শ্রীপরিমল চক্রবর্ত্তী (এগ্রোনমি) বললেন উচ্চ ফলনশীল বীজ চাষের কথা গম চাষে কি করে লাভের অঙ্ক বাড়ান যেতে পারে! পরিশেষে পাট চাষী শ্রীসুধীর সরকার তাঁর পাট চাষের পদ্ধতি বললেন এবং অনুরোধ করলেন সকলকে সঠিক পদ্ধতিতে চাষ করতে। সার

—পর পৃষ্ঠায় দেখুন

৭ম পৃষ্ঠার পর

মুর্শিদাবাদে ১১ হাত পাট

পরিচর্য্যা বীজ বাছাই এবং চাষীর সযত্ন দৃষ্টিতে ফসলে যাদু ফলান সম্ভব বৈকি। আমাদের সভা শেষ হলে সমবেত চাষীরা নীরবে উঠে চলে গেল আমরাও উঠলাম কিন্তু তখনও বট গাছের উপর কয়েক সহস্র ছোট ছোট পাখী কলরব করে চলেছিল কারণ ওদেরও হয়ত খাদ্যাভাব। কে জানে হয়ত ওরাও সভা করে সেই সমস্যা সমাধানের কথাই আলোচনা করছিল, বিচিত্র নয়।

নৌকা ডুবির ফলে মৃত্যু

গত ১০ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ সুতী থানার নজীরপুরের কাছে বুড়োবুড়ির পাথারে একটি নৌকা ডুবি হয়। নৌকায় হারুয়া গ্রামের হজরত সেখ মুদিখানার মালপত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ নৌকাটি ডুবে যাওয়ায় নৌকার দু'জন আরোহী ডুবে যায়। একজনের মৃতদেহ পাওয়া যায় বলে প্রকাশ।

ডাকাতি

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে রঘুনাথগঞ্জ থানার সিংড়া গ্রামের শঙ্কর কুনাই এর বাড়ীতে একদল সশস্ত্র ডাকাত প্রবেশ করে। দুর্বৃত্তরা পর পর কয়েকটা বোমা ফাটায়। বোমার শব্দে আশপাশের গ্রামবাসীগণ সজাগ হয়। দুর্বৃত্তরা লুঠের মালসহ পালাবার সময় জিনদীঘি গ্রামের গ্রামরক্ষীগণ হৈ-চৈ শুনে জিনদীঘি হাই স্কুলের দিকে এলে দুর্বৃত্তরা কিছু মাল স্কুলের অনতিদূরে ফেলে পালিয়ে যায়। শোনা যায় দু'টো সাইকেল, দু'টো মালভর্ত্তি বাক্স ও কিছু বাসনপত্র উক্ত স্থানে পাওয়া যায়। কেহ গ্রেপ্তার হয়েছে কিনা জানা যায় নি।

পরলোকগমন

বিগত ২২শে ভাদ্র বুধবার রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগরের স্বর্গীয় ডাঃ হরিদাস নাথ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী কমলকুমারী নাথ মহাশয়া ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ছয় পুত্র, তিন কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি কোমল-স্বভাবা ও দয়াবতী নারী ছিলেন। তাঁর ৮৫ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা, মাতাঠাকুরাণী জীবিতা আছেন। বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। আমরা শোকসন্তপ্ত স্বজনগণের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগতা আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

কানুপুর গ্রামে একই রাত্রিতে দুই বাড়ীতে ডাকাতি—ডাকাতের পিস্তলের গুলিতে গৃহভৃত্য নিহত

গত ৯ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ১১ টার সময় রঘুনাথগঞ্জ থানার কানুপুর গ্রামের রাখহরি সাহা ও ভক্তি সাহার বাড়ীতে দশ এগার জনের এক সশস্ত্র ডাকাতদল প্রবেশ করে। প্রথমে দুর্বৃত্তেরা রাখহরি সাহার বাড়ী চড়াও হয়। তারা পর পর কয়েকটা বোমা ফাটায়। উভয় বাড়ীর গৃহস্বামী গোপনে পালিয়ে যায়। দুর্বৃত্তদের পিস্তলের গুলিতে রাখহরি সাহার গৃহভৃত্য দিলীপ সাহা (১৯) ঘটনাস্থলে মারা যায়। দুর্বৃত্তরা নগদ টাকা, গহনা, বাসনপত্র নিয়ে যায়।

আমাদের গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও পৃষ্ঠপোষকগণের শুভেচ্ছাপূর্ণ আন্তরিক সহযোগিতায় শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ সমস্ত বিক্রীত হইয়াছে। আমাদের পত্রিকার সুহৃদদের প্রতি সান্তর ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাইতেছি।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA, J.K-SCR

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।